গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ৫৫% ভীতিগ্রস্ত, উপস্থিতি কমেছে ৩৬.৯%

নিজস্ব
প্রতিবেদক

১০ ডিসেম্বর,
২০২৪ ০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

দেশে রাজনৈতিক সহিংসতাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করোনার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ওপর। এই স্তরের ৫৫.২ শতাংশ শিক্ষার্থী ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না যাওয়ার প্রবণতা ৩৬.৯ শতাংশের এবং পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে ৩৬.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় রাজধানীর বিআইসিসি মিলনায়তনে ‘প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক মতবিনিময়সভায় উত্থাপিত জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে এই জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান জানায়, দেশের আট বিভাগের ২০৩টি সংগঠনের সহযোগিতায় একটি সাধারণ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এই জরিপ চালানো হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত সংগ্রহ করা, ১২টি ফোকাস গ্রুপে তা আলোচনা করা, ৩০ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ এবং দুটি বিভাগীয় এবং দুটি জাতীয় পর্যায়ের সভার মাধ্যমে গবেষণার উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে গবেষণা দলের সদস্য ও টিচার ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের (টিডিআই) পরিচালক অধ্যাপক নাজমুল হক বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতায় স্কুল ছেড়ে রাস্তায় নামা, মিছিল, সহিংসতা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগসহ মারামারি এবং রাজপথে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি ছোড়ার ঘটনাগুলোতে তাদের মনে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে।

স্কুল বন্ধ থাকা, দেয়াল লিখন ও ছবিতে সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রভাবিত হওয়া এবং আশপাশের শিক্ষার্থীদের গুরুতর আহত অবস্থায় দেখা প্রভৃতি কারণে শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে শিশুদের মধ্যে নানা মানসিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে ২৮.৬ শতাংশ শিশুর মানসিক ক্ষতিসাধন, ৭.৯ শতাংশের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। ৪৫.৮ শতাংশ শিশুর মানসিক অস্থিরতা, ১৯.২ শতাংশ শিক্ষায় অমনোযোগী, ১৫.৩ শতাংশ উচ্ছৃঙ্খলতা, ১৩.৮ শতাংশের ডিভাইসে আসক্তি, ২৩.২ শতাংশ আতঙ্কিত থাকা এবং ১৯.৭ শতাংশ শিশুমনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করা, মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখা, স্থানীয়ভাবে খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহিত করা, বিদ্যালয়ে শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মানসিক কাউন্সেলিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মতবিনিময়সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি

ছিলেন এডুকেশন ওয়াচের আহ্বায়ক ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ড. মুহাম্মদ মুসা।

সভায় ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শুধু কাউন্সেলিং নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এ সময় তিনি জানান, চলতি মাসে ১০টি বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হবে। এই স্কুলগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজানো হবে। যেগুলো শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কাজ করবে।

রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, ‘শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আগে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক করতে হবে। এ লক্ষ্যে মতবিনিময়সভা থেকে যে সুপারিশগুলো এসেছে সেগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরব।’